বইটি নিয়ে দুকথা

মায়াকোভ্স্কির কবিতার ভাষান্তর একজন অনুবাদকের জন্য সবসময়েই ঝুঁকির কাজ। কিন্তু অনুবাদকের সঙ্গে প্রকাশকেরও মায়াকোভ্স্কির প্রতি একই ধরনের আবেগ থাকলে সেই ঝুঁকি সিদ্ধান্তে বদলে যায়। এক্ষেত্রেও সেভাবেই বইটি ঘটে গেল।

তবে এই কবিতাগুলি অনুবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল বছর ছয়েক আগে— সেও একজন প্রকাশকের তাগিদে, বা 'প্ররোচনায়' বলা যেতে পারে। বর্তমান 'প্রতিক্ষণ' সংস্করণে প্রকাশিত 'ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন' এবং লেনিন সম্পর্কিত অন্য আরও দুটি কবিতা ছাড়া বাকি কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাদেশে— তবে গ্রন্থাকারে নয়, বাংলাদেশের রেজাউল করিম সুমনের সম্পাদিত 'নির্মাণ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) হিসেবে।

সম্প্রতি 'প্রতিক্ষণ' এই অনুবাদগুলির প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে 'ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন' আখ্যানকাব্যটির সামান্য কিছু অংশ আজ থেকে বছর কয়েক আগে অনূদিত হয়ে পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে ছিল। 'প্রতিক্ষণ'-এর নির্বাহী সম্পাদক শুদ্ধব্রত দেবের দাবিতে সেটিরও অনুবাদ সম্পূর্ণ করে দিতে হল— সেই সঙ্গে লেনিন সম্পর্কিত আর দু'টি কবিতারও। নতুন তিনটি কবিতা ছাড়াও এখানে মায়াকোভ্স্কি সংক্রান্ত আরও অনেক নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে সংকলনটির কলেবর বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু লেনিন সম্পর্কিত কবিতা তিনটি, বিশেষত 'ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন' যুক্ত হওয়ায় সংকলনটি এক অন্য মাত্রা অর্জন করল, তার চরিত্রই পালটে গেল, যার ফলে নামকরণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু তা নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে হল না। সংকলনের নামকরণের কৃতিত্ব প্রতিক্ষণ-এরই।

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত টীকা-টিপ্পনী ভাষ্য ইত্যাদি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান অনুবাদকের, কিন্তু সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে পাঠকের কাছে সহজগম্য করে তোলার কৃতিত্ব পাঠ-সম্পাদক এযার। আর বইটির প্রচ্ছদচিত্রী অভিজিৎ সেনগুপ্তর নাম উল্লেখ না করাটা নিতান্তই অন্যায় হবে। সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অরুণ সোম
কলকাতা
আগস্ট, ২০২২

০৯ প্রা ক্ ক থা

আমি ও অন্যান্য কবিতা

১৫ তুমি কি পারতে?
১৬ আমি
১৭ আমার নিজের সম্পর্কে কয়েকটি কথা
১৯ বলি, শোনো!
২১ জ্যোৎস্নারাত
২২ লিলি আমার!
২৬ আমার লেখক ভাইয়েরা
৩০ গ্রীষ্মকালে বাগানবাড়িতে ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কির একটি অতিদুঃসাহসিক অভিযান
৩৮ অধিবেশনের ভূত
৪২ বিদায়
৪৩ সোভিয়েত পাসপোর্ট প্রসঙ্গে কবিতা
৪৮ [শিরোনামহীন]
৪৯ আমরা বিশ্বাস করি না!
৫১ কমরেড লেনিনের সাথে আমার সংলাপ

তিনটি দীর্ঘ কবিতা

৫৭ য়েসিয়েনিনের প্রতি
৭৩ পাতলুন-পরা মেঘ
১১১ ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন

উ ত্ত র ক থা

২৩৩ একটি অস্থির কবিজীবনের অসংলগ্ন সমাপ্তি

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

তুমি কি পারতে?

গেলাসের রং চলকিয়ে ফেলে আমি
ত্বরিতে দিলাম লেপে ধরাবাঁধা জীবনের ছবি;
খাবার টেবিলে, দেখালাম জেলির থালায়
সাগরের ট্যারা-বাঁকা গালের ফলক।
কত না নতুন ঠোঁটের আকুতি
তাও তো পড়েছি আমি
টিনের মাছের আঁশে।
কিন্তু তুমি?
নর্দমার পাইপের বাঁশিতে কি তুমি
পারতে বাজাতে বলো
নিশীথ রাগিণী?

১৯১৩

কবি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণের প্রয়াস লক্ষ করা যায় ১৯১৩ সালে লেখা মায়াকোভ্স্কির এই কবিতাটিতে। যারা জীবনের উলটো দিকটা দেখতে পায় না, যারা মধুর কিংবদন্তি সৃষ্টি করে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে এ ছিল তাঁর চ্যালেঞ্জ। সে যুগে যাঁরা সাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী ও নীতিনির্ধারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন, সেই সমস্ত উন্নাসিককে মায়াকোভ্স্কি চ্যালেঞ্জ জানান তাঁর এই কবিতায়।

'ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন' প্রসঙ্গে

সামগ্রিকভাবে, মায়াকোভ্স্কির কবিতা সম্পর্কে লেনিনের বেশ-কিছু আপত্তি ছিল। ১৯১৯-২০ সালে মায়াকোভ্স্কি নয়া দুনিয়ার স্রষ্টা জনগণের বীরত্ব ও কীর্তি-জ্ঞাপক কাব্য 'পনেরো কোটি' লেখেন। তা সত্ত্বেও রচনাটির কোনও কোনও অংশে এবং বিশেষত নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিউচারিস্ট প্রভাবের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। লেনিনের সেটা আদৌ পছন্দ হয়নি। শুধু তা-ই নয়, রচনাটিকে 'ভঙ্গিসর্বস্ব ও ভাঁড়ামি' বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আনাতোলি লুনাচার্স্কি। তাঁর উদ্যোগে কাব্যগ্রন্থটির ৫০০০ কপি ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লুনাচার্স্কিকে লেনিন লিখেছিলেন: "মায়াকোভ্স্কির 'পনেরো কোটি'র ৫০০০ কপি ছাপানোর পক্ষে ভোট দেওয়াটা কি লজ্জার ব্যাপার নয়? ...যাচ্ছেতাই। মূর্খামি, ডাহা মূর্খামি, ভণ্ডামিও বটে। আমার মতে, এ ধরনের বস্তু ১০টার মধ্যে একটা ছাপানো যেতে পারে— তা-ও হাজার দেড়েক কপির বেশি নয়— লাইব্রেরি আর আজব ধরনের কিছু লোকজনের জন্য!" মায়াকোভ্স্কি এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু বহুপদদলিত পথ পরিহারের তীব্র বাসনা তাঁর জন্মগত। সেজন্য তাঁকে প্রবল সমালোচনার ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার।

"তাইতে উঠেছি গলগোথায় ক্রুশ কাঁধে নিয়ে—
পেত্রোগ্রাদ মস্কো ওদেসা ও কিয়েভের রঙ্গমঞ্চে,
সর্বত্র শুনেছি সেই এক চিৎকার
ক্রুশবিদ্ধ কর ওকে। ক্রুশেতে চড়াও!"
(পাতলুন-পরা মেঘ)

পুশ্কিনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯২৪-এ লেখা 'পুশ্কিন জয়ন্তী' কবিতায় কবি স্পষ্টই বলেছেন:

"আমার যে প্রতিষ্ঠা তাতে জীবিতকালেই
আমার স্মৃতিমূর্তি
হতে পারত,

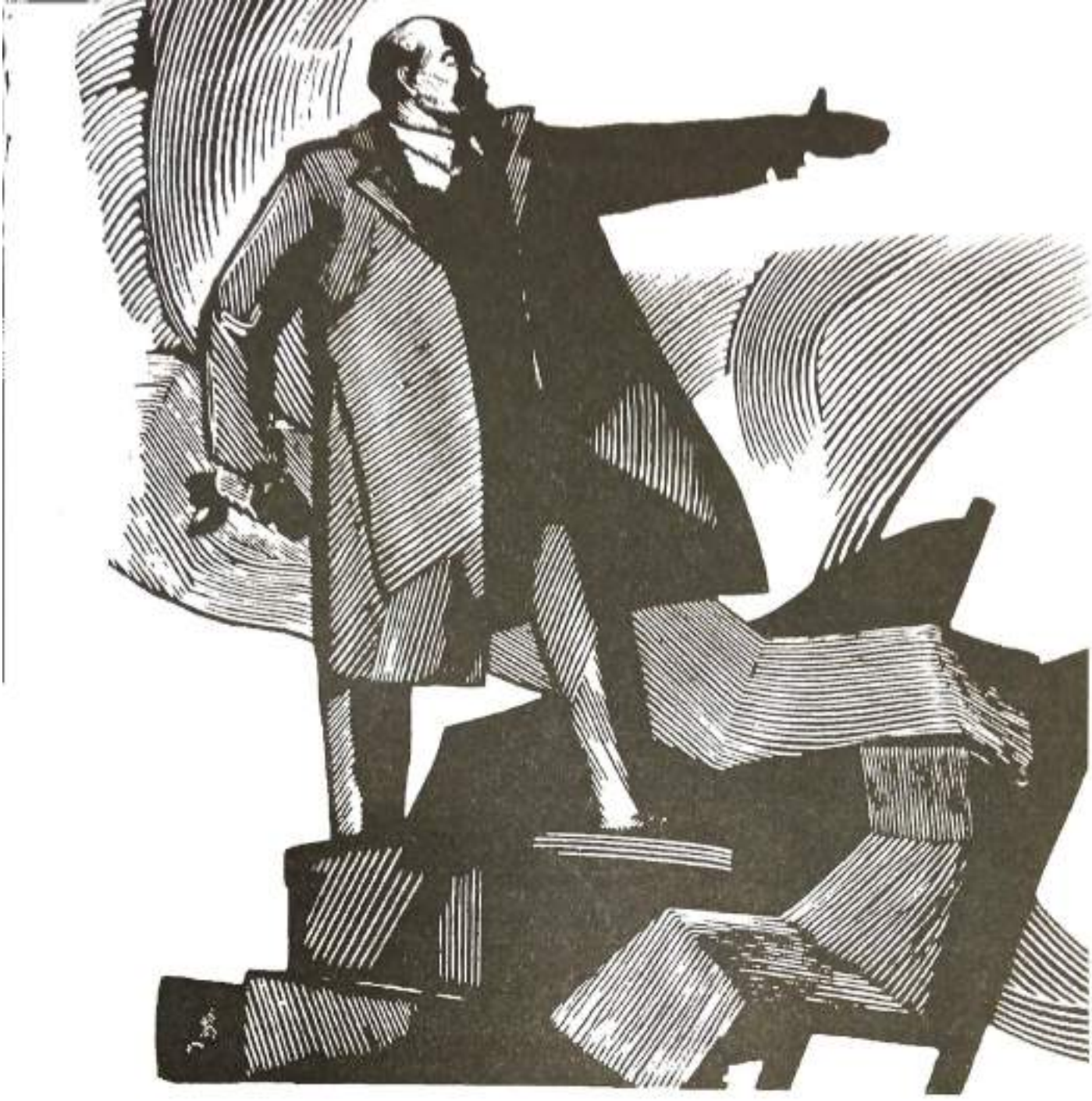

ভ্লাদিমির ইলিচ্ লেনিন

রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশে
নিবেদিত

এই তো সময়—
শুরু করি লেনিনের কথা।

কারণ এমন নয়
মনে কোনও
খেদ নেই আর,
কারণ এই যে
মুহূর্তের তীব্র হাহাকার
নিয়েছে সুস্পষ্ট এক
বেদনার উপলব্ধ রূপ।
এই তো সময়—
লেনিনের তোলা
স্লোগানে-স্লোগানে ফের
ওঠাও ঘূর্ণিঝড়।
অশ্রুর ডোবাজলে
আমাদের ডুবে যাওয়া
সাজে কি কখনও,
যখন লেনিন
জীবিত সবার চেয়ে
এখনও সজীব,
আমাদের জ্ঞান,
আমাদের মনোবল
আর হাতিয়ার?

মানুষ—
যেন সে ডিঙি,
যদিও ডাঙায়।
যতকাল বাঁচি
রাজ্যের ছাইপাঁশ
গেঁড়িগুগলি লেপটায়
আমাদের গায়ে।
তারপর
ক্রোধোন্মত্ত ঝড়
পার হয়ে কেউ কেউ
সূর্যের পাশ ঘেঁষে বসে
সাফ করে
লেগে থাকা জলার ঘাসের

দ্‌জের্জিন্‌স্কি: (১৮৭৭-১৯২৬) বিশিষ্ট বিপ্লবী এবং দেশনায়ক, লেনিনের সহযোদ্ধা ফেলিক্স দ্‌জের্জিন্‌স্কি 'চেকা'-র সভাপতি ছিলেন।

চেকা ('জরুরি কমিশন'): প্রতিবিপ্লব এবং নাশকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সারা-রাশিয়া বিশিষ্ট আয়োগ।

কলাম হল: 'হাউস অফ ইউনিয়ন'-এর প্রধান হলঘর, ১৯২৪-এর জানুয়ারি মাসে যেখানে লেনিনের মরদেহকে শায়িত করা হয়।

উলিয়ানভ্‌: ভ্লাদিমির ইলিচ্‌ উলিয়ানভ্‌। 'লেনিন' তাঁর ছদ্মনাম। কবিতায় কখনও 'ইলিচ্‌' কখনও 'লেনিন' বলে তাঁর উল্লেখ আছে।

ব্রোম্‌লি আর গুজন – বিপ্লব পূর্ববর্তী মস্কওয়ায় বিদেশি মালিকানাধীন বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা।

য়েলিসেইয়েভ: বিরাট খাদ্য ব্যবসায়ী যার একাধিক দোকান বর্তমান মস্কওয়া ও পেতের্বুর্গে।

ইভানোভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক: বর্তমানে শুধু ইভানোভো, বয়ন এবং বস্ত্রের জন্য খ্যাত শহর; রাশিয়ার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

স্তেন্‌কা রাজিন: স্তেপান তিমোফিয়েভিচ রাজিন, সপ্তদশ শতাব্দীর রাশিয়ার কৃষক অভ্যুত্থানের নেতা।

মার্সেইয়েজ: ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত।

তিয়ের: ফরাসি প্রধানমন্ত্রী, ১৮৭১ সালের পারি কমিউন বিপ্লবকে দমন করেছিল। গালিফে – জেনারেল।

পারির প্রাকার: পারির কবরস্থান 'পিয়ের লাশাইস্‌'-এর উত্তর প্রান্তের প্রাচীর যেখানে কমিউনারদের (পারি কমিউনের সমর্থক) ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

'ইউরোপ ভূত দেখছে': কমিউনিজমের ভূত: কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার।

'জমি আর মুক্তি': 'জমি আর মুক্তি' এই নামে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে 'নারোদ্‌নিক' (গণবাদী)-দের একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে।

আলেক্সান্দ্র: লেনিনের অগ্রজ আলেক্সান্দ্র ইলিচ্‌ উলিয়ানভ্‌ (১৮৬৬-১৮৮৭), 'গণমুক্তি' পার্টির সন্ত্রাসবাদী উপদলের অন্যতম সংগঠক ও নেতা, জার তৃতীয় আলেক্সান্দ্রকে হত্যার চেষ্টায় ধৃত এবং ১৮৮৭ সালে শ্লিসেলবার্গ দুর্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে সংঘবদ্ধ: 'মুক্তিকামী শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী সংগঠন' নামে ১৮৯৫ সালে রাশিয়ায় লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সংগঠন।

ভ্লাদিমিরকা বা ভলোদিমিরকা: রাশিয়ার এক প্রধান সড়ক, যে পথে মস্কওয়া থেকে রাজবন্দিদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হত।

নের্‌চিন্‌স্কি: জার শাসিত রাশিয়ায় সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিতদের কঠোর শ্রম শিবির সাইবেরিয়ার নের্‌চিন্‌স্কিতে অবস্থিত ছিল।

একটি অস্থির কবিজীবনের অসংলগ্ন সমাপ্তি

মায়াকোভ্স্কির জীবননাট্যের করুণ পরিণতিকে ঘিরে দেশে-বিদেশে জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। কিন্তু আসলে এই পরিণতি ছিল তাঁর পরস্পরবিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনায় ও পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়ার ফল। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা, বিরোধী কবি-শিবিরের সাথে সাথে সরকারি আমলাতন্ত্রের তাঁর প্রতি বিরূপতা এবং কণ্ঠনালির অসুস্থতা ও তার ফলে তাঁর ভক্ত শ্রোতাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া— তাঁকে অস্থির করে তোলে। প্রথম দু'টি কারণের ইঙ্গিত মেলে মৃত্যুর দু'দিন আগে ১২ এপ্রিল তারিখে 'সকলের উদ্দেশে' লিখে-রাখা তাঁর বার্তায়।

'সকলের উদ্দেশে' লিখিত বার্তায় মায়াকোভ্স্কি অনুরোধ করেছিলেন: "দয়া করে গুজব ছড়াবে না। মৃত ব্যক্তি এটা আদৌ পছন্দ করে না। ...এটা কোনও উপায় নয় (অন্যদের অনুসরণ করতে বলি না), কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। "

সাহিত্যিকমহলে মায়াকোভ্স্কির বিরুদ্ধে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। 'যুগের মহত্তম কবি' বলে স্তালিন যাঁর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি যখন সাফল্যের তুঙ্গে, সোভিয়েত পাঠকমহলে যখন বিপুল জনপ্রিয় তখনও লেখক-শিল্পীমহল থেকে তিনি কেমন যেন বিচ্ছিন্ন। এইসময়ে সাহিত্যজগতে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরস্পরের মধ্যে হানাহানি প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই উপদলীয় কোন্দল সোভিয়েত সাহিত্যের পক্ষে কম ক্ষতিকারক হয়নি। ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে মায়াকোভ্স্কি তাঁর নিজেরই নেতৃত্বাধীন 'লেফ্'-গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে 'রুশ প্রলেতারীয় লেখক সমিতি'তে (সংক্ষেপে RAAP) যোগ দেন। 'রাপ্'কে তিনি তখন সাহিত্যক্ষেত্রে পার্টির রাজনীতির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গণসংগঠন হিসেবে দেখেছিলেন। 'রাপ্'-এর কক্ষপুটে থাকলে তাঁর ওপর বিরোধীদের আঘাত অনেকটা শিথিল হতে পারে এমন ধারণাও তাঁর হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যিকদের পরিচালিত এই সংগঠন পার্টির নীতিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দুর্নীতিগ্রস্ত একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। মায়াকোভ্স্কির

Письмо Маяковского к сестре Людмиле Владимировне (1905).

বোন ল্যুডমিলা মায়াকোভ্স্কায়াকে ১৯০৫-এ মায়াকোভ্স্কির লেখা চিঠি, ঠিক এইভাবে।